দৈনিক বাংলা

0 026

তারিখ ... 15.5.86 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

পরীক্ষার খাতা দেখার নিয়ম

পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। খাতার সঠিক বিচার হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন। পরীক্ষকের সামান্য ত্রুটি অমনযোগের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে একজন ছাত্রের শিক্ষাজীবন। সুতরাং পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে পরীক্ষকদের মনযোগের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য মোটামুটি এরকম, (১) পরীক্ষকের সময়, মত খাতা পরীক্ষা করে জমা দেয়া, খাতা অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজে দেখা এবং নম্বর তোলার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যায়।

প্রত্যেক বিষয়ে তিন-চারজন প্রধান পরীক্ষক থাকেন। পরীক্ষকগণ নিজেরা খাতা বিতরণের দিন উপস্থিত থেকে খাতা দেখার নিয়মাবলী ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বোর্ড থেকে দেয়া খাতা দেখার নিয়মাবলী দেখে নেন। অনেক সময় প্রধান পরীক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমেও নতুন কোন নিয়মের কথা বলা হয় কিনা তা জানা যায়। কোন কোন প্রধান পরীক্ষক খুব কঠোরভাবে খাতা দেখার নির্দেশ দেন। কেউ কেউ আবার খুবই উদারতার সঙ্গে খাতা দেখতে বলেন। একই বিষয়ের ৩ জন প্রধান পরীক্ষক যদি তিনভাবে খাতা দেখার পক্ষপাতী হন তাহলে সেখানেই দেখা দেয় গোলযোগ। যেমন ১৯৮৩ সনের এইচএসসি পরীক্ষার পৌরনীতি ১ম পত্রের খাতা দেখার জন্যে একজন প্রধান পরীক্ষক অন্য পরীক্ষকদের জানান যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জবাব মোটামুটি হলেই ৬০% নাম্বার দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— আইনের উৎস কি? ছাত্রটি যদি ৫টি উৎসের নাম শুধু লিখে দেয় তাহলে তাকে পাঁচ এর মধ্যে তিন দিতে হবে। অন্য ছেলেটি যদি সংক্ষেপে উৎসগুলোর পয়েন্ট একটু বর্ণনা করে তাহলে তাকে ৪/৪½ দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের সাজেশন নিঃসন্দেহে ছাত্রদের অধিকহারে পাস ও উচ্চ নাম্বার প্রাপ্তির সহায়ক। আমাদের এর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ ঐ বিষয়ের ঐ পত্রের সকল ছাত্র পায়নি। কারণ অন্য দুজন প্রধান পরীক্ষক এ ধরনের কোন সাজেশন পরীক্ষকদের দেননি। এখানেই নাম্বারে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

আলোচনা সভায় যে আলোচনা হয়—এবং খাতা দেখার নির্দেশনামায় যা ছাপানো থাকে তাই চূড়ান্ত বলে আমরা মনে করি। পরীক্ষকগণ নাম্বার দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন এরকম আশা করা যায় না। বিশেষ করে মানবিক বিষয়গুলোতে। আমরা চাই, ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় পাস করুক, অধিক নম্বর পাক। কিন্তু এটা সকলের জন্য হওয়া উচিত। এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। আমরা আশা করি, বোর্ড কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষককে একই নিয়মে খাতা দেখার জন্য নির্দেশাবলী সরবরাহ করবেন। সংক্ষিপ্ত বা বড় প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখলে কত পারসেন্ট নাম্বার দিতে হবে তাও যেন তারা উল্লেখ করেন। এক এক জন পরীক্ষক এক এক ধরনের নাম্বার দিলে তা ছাত্রদের প্রতি অবিচারের নামান্তর। খাতা দেখার ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছাত্রদের প্রতি অভিন্ন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে।

অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইংরেজী বিষয়েই অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হচ্ছে। অনেক সময় গ্রেস দিয়েও পাস করানো যায় না।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া উচিত বলে মনে করি। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা পরিচালনায় অনেক অসুবিধা আমরা জানি। কিন্তু একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে পুনরায় দশটি বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া একজন ছাত্রের পক্ষে কতখানি কষ্টকর এবং অভিভাবকের পক্ষে কতখানি দুর্ভোগের কারণ তাও ভেবে দেখা দরকার।

পরীক্ষক সব সময় উদারতার সঙ্গে খাতা দেখবেন। এবং এ কথা মনে রাখতে হবে, যার খাতা আমরা দেখছি তার মেধার সঙ্গে পরীক্ষকের মেধার অনেক পার্থক্য। অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে সম-মানের লেখা আশা করতে পারেন না। অনেক পরীক্ষার্থী যে উচ্চমানের মেধার পরিচয় দেন না, তা নয়। তবে সাধারণের কথা চিন্তা করেই খুব কঠোরভাবে খাতা পরীক্ষা না করাই বাঞ্ছনীয়। ছাত্ররা প্রধানত মানবিক বিভাগের কয়েকটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে খুব কম নম্বর পায়। যেমন পৌর নীতি, খুব ভালো লিখলেও এ বিষয়ে লেটার নম্বর উঠতে চায় না। প্রথম বিভাগের নাম্বার ওঠানোও দুরূহ। এর অনেক কারণ আছে। তার অন্যতম কারণ হল আমরা ধারণা করি, আরো ভালো উত্তর হতে পারত। এ চিন্তায় সব সময় আমাদের মাথায় থাকে। কাজেই সাহিত্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও নাম্বার কম ওঠে। তবু আশার কথা এই যে, সাহিত্য—যেমন বাংলায় ব্যাকরণ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে বেশ নাম্বার পাওয়া যায়। পয়েন্ট সঠিক হলে বিস্তারিত না লিখলেও কত পারসেন্ট নাম্বার দেয়া যেতে পারে এ সম্পর্কে সকলকে একই রকম নির্দেশ দিলে ছাত্রদের পাসের হার ও উচ্চ নাম্বার পাবার সম্ভাবনা থাকে। এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের আশু নজর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

—ময়ন রহমান